সংবাদ

তারিখ 18 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে ২১৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প

নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ আর হবে না : ভিসি

বাকী বিল্লাহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার মান বাড়ানোর জন্য নতুন করে ২১৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বহির্বিভাগে ডবল লিফট চালু, কিডনি স্থানান্তর, শিশুদের হার্টে জন্মগত ত্রুটি, চিকিৎসা, ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে কমপক্ষে আড়াই হাজার থেকে ৩ হাজার কোটি টাকার দরকার। এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে কাউকে নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ দেয়া হবে না। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া ভিসি বিশিষ্ট নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর প্রাণগোপাল দত্ত গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার কার্যালয়ে 'সংবাদ'কে একান্ত সাক্ষাতে এসব তথ্য জানান।

ভিসি জানান, গত ২৫ মার্চ ভিসি নিযুক্ত

বাড়াতে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

বাড়াতে : চিকিৎসার মান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হওয়ার পর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢেলে সাজানো ও চিকিৎসাসেবার মান উন্নত করতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ভার্সিটিতে কর্মরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকালে ঠিক সময় কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। সকাল ৮টার মধ্যে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য ভিসি নিজেই সরেজমিন বহির্বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ নিয়মিত পরিদর্শন করেন। এর ফলে সকাল ৮টা থেকে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়ে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত চলে। দিনে ছাড়াও রাতেও উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যরা হঠাৎ করে ভার্সিটির হাসপাতাল শাখা পরিদর্শনে যান। সেখানে কাউকে অনুপস্থিত পাওয়া গেলে অনুপস্থিতির কারণ উদঘাটন করা হচ্ছে। সন্তোষজনক জবাব না পেলে নাম্বিতে অবহেলার জন্য শোকজ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে- যা এর আগে আর কখনও হয়নি।

উপাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সেক্টরে উন্নয়ন করার টার্গেট নেয়া হয়েছে. এর মধ্যে কিডনি সংযোজন (ট্রান্সপ্লান্টেশন), বাইপাস সার্জারি, শিশুদের হার্টে জন্মগত ত্রুটির চিকিৎসাসহ ছোট শিশুদের উন্নত চিকিৎসার মান কি করে আরও বাড়ানো যায় তার টার্গেট নেয়া হয়েছে। এছাড়াও বহির্বিভাগে ডবল লিফট চালু, কেবিন ব্লকের ওপর নতুন করে ২টা ফ্লোর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা ও এক্স-রে বিভাগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মান বাড়ানোর জন্য একটি ল্যাবরেটরি ভবন করা হবে। এসব উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রস্তাব এখন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে রয়েছে বলে উপাচার্য জানান।

ভার্সিটিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, গত ২৫ মার্চ তিনি কাজে যোগদান করেছেন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে নিয়োগ দেননি এবং দেবেন না বলে জানান। তিনি বলেন, পদ সৃষ্টি না করে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছাড়া নিয়মবহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নিয়োগ আর হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক্স বিভাগের অফিস সহকারী আতিয়ার রহমানকে সম্প্রতি (বর্তমান সরকারের আমলে) কীভাবে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদার সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে জানতে চাইলে উপাচার্য 'সংবাদ'কে জানান, এটা তার আমলে হয়নি। তার আগে যিনি উপাচার্য ছিলেন তিনি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তার সুপারিশে ৬ মাসের জন্য তাকে অস্থায়ী (এডহক) নিয়োগ দিয়েছেন। এ নিয়োগকে স্থায়ী করা হবে না বলে তিনি জানান। এ নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি তিনি অবহিত বলেও জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস চলাকালে চিকিৎসকরা ওষুধ কোম্পানিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা শুধু শনি ও মঙ্গলবার দুপুর ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি পাবেন। এ সময়ের বাইরে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল শাখায় ভর্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যাওয়া রোগীদের প্রতারণা করে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রোগী যাতে কেউ বাইরে পাঠাতে না পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে। তবে ইতোমধ্যে অনেক অনিয়ম বন্ধ হয়ে গেছে।